Re. 1.00
মূল্য ঃ ১ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : III Issue : V 15th August, 2014 ভাদ্র ১৪২১, বার্ষিক মূল্য - ১০ টাকা RNI NO. WBBEN / 2012/ 46375

৩০শে জুলাই ২০১৪ নবম বার্ষিক সাধারণ সম্মেলনে হিসাব পেশ করছেন সহ সভাপতি শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী, মঞ্চে উপবিষ্ট সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী, ডাঃ গৌরীপদ দত্ত ও শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য।

৯ম বার্ষিকী সাধারণ সভার রিপোর্ট

(২০১৩-১৪)

পূর্ব নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী ৩০শে জুলাই ২০১৪ বিকেল ৫টায় বেথুন ইন্সটিটিউট অফ জেরিয়াট্রিকস রিসার্চ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভা সংস্থার কার্যালয়ের দ্বিতলে "বিমল চ্যাটার্জী অডিটোরিয়ামে" অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সভার প্রারম্ভে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রী গৌতম চ্যাটার্জী।

সমগ্র সভা পরিচালনার জন্য বিদায়ী কমিটির সভাপতি ও সহ-সভাপতি-বৃন্দকে নিয়ে সভাপতি মন্ডলী গঠিত হয় এবং সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী।

পরবর্তীতে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন বিদায়ী সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র। বিগত বছরে যে সকল সদস্য/ সদস্যা সহ প্রিয়জনদের জীবনাবসান হয়েছে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করেন। এর বাহিরেও আমাদের অজানা কোন সদস্য প্রয়াত হয়ে থাকলে তাঁদের প্রতিও এই সভা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। সভাপতি উপস্থিত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন, ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তার লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। তিনি বলেন আমাদের আকাঙ্খা অনেক, কিন্তু ক্ষমতা স্বল্প। অনেক কিছু ভাবনা চিন্তা করেও রূপায়িত করতে পারছি না। এর প্রধান বাধা হল বয়স্কদের সংগঠন কেবল বয়স্করাই সংগঠনের নেতৃত্ব ও পরিচালনা করছেন। আমাদের আজকে আলোচনা করতে হবে তরুণ প্রজন্মকে কিভাবে নেতৃত্বে নিয়ে আশা যায় তার রাস্তা খুঁজে বার করা। তারপর তিনি বলেন আমাদের সংগঠন বয়স্কদের নানাবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য সচেষ্ট। সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আমরা ডাক্তারী পরিসেবা সহ প্রবীণ ব্যক্তিদের কল্যাণের জন্য কাজ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য সব কাজ আমরা

সঠিকভাবে করে উঠতে পারিনি। তিনি বলেন প্রবীণদের সংগঠন আছে অনেক, কিন্তু সবাই একলক্ষ্যে, এক ভাবনায় ধাবিত হচ্ছে না। সেইজন্য চাই সম্মিলিত উদ্যোগ যা আজও করে উঠা যাচ্ছে না। বয়স্কদের সমস্যা অনেক, সমাধানের রাস্তাও জটিল। এর থেকে যে করেই হোক বেরিয়ে আসতে হবে। আমরা চাই রাজ্যব্যাপি সকলের সাথে একটা যোগাযোগ স্থাপন করে প্রবীনদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন / প্রচার গড়ে তোলার।

এর পর ৮ম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন শ্রী স্নেহাংশু চাকদার এবং তা সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তী বিদায়ী সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র লিখিত বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন। তার প্রতিবেদনে সংস্থার সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠে। আগামী বছর সংস্থা কি ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করবে তা প্রতিবেদনে প্রকাশ পায়। তা ছাড়া প্রবীণ ব্যক্তিদের সমস্যা এবং সমাধানের যে চেষ্টা সংস্থা করে যাচ্ছে তাও প্রতিবেদনে স্থান পায়।

২০১৩-১৪ আর্থিক বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী।

প্রবীণ বার্তার মান উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রস্তাব পেশ করেন শ্রী অশোক রঞ্জন ধর এবং তা সমর্থন করেন শ্রী স্নেহাংশু চাকদার।

প্রবীণ বার্তার বিষয়ে সভাপতি বলেন নিয়মিত লেখা পাওয়া যাচ্ছে না। প্রবীণ বার্তায় লেখা দেওয়ার জন্য সকলের কাছে আহবান জানান এবং বলেন প্রবীণ বার্তার মান উন্নয়নের জন্য সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। এ ব্যাপারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী অজিত বর্মন বলেন শ্রী মৃণাল দত্ত এর নিকট থেকে লেখা সংগ্রহ করা যেতে পারে। তিনি এমনিতে লেখালেখি করেন। তা ছাড়া প্রবীণবার্তার মূল্য বৃদ্ধি করার আহবান জানান। শ্রী রমা প্রসন্ন দত্ত ও প্রবীণবার্তায় সকলকে লেখা দেওয়ার আহবান জানান। তহবিল গঠনের প্রস্তাব শেষ করেন শ্রী মিহির বরণ রায় তা সমর্থন করেন শ্রী নারায়ণ ঘোষ। ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরের জন্য হিসাব পরীক্ষক নিযুক্তি করণের প্রস্তাব পেশ করেন বিদায়ী সহ সভাপতি শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী এবং তা সমর্থন করেন শ্রী নারায়ণ ঘোষ। এছাড়া সম্মেলনে হিসাব রক্ষণের দৈনন্দিন কাজ নির্বাহের জন্য শ্রী গৌতম রায় চৌধুরীকে আহবায়ক করে শ্রী স্নেহাংশু চাকদার, শ্রী দীপেশ মিত্র ও শ্রী নারায়ণ ঘোষকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। আভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষক হিসাবে শ্রী মিহির বরণ রায়কে নির্বাচিত করা হয়। সংস্থার ভবিষ্যত কর্মসূচী নির্ধারণ ও সাংগঠনিক উন্নতির জন্য প্রস্তাব পেশ করেন বিদায়ী সহ-সম্পাদক শ্রী স্নেহাংশু চাকদার এবং তা সমর্থন করেন শ্রীমতি উমা সাহা। সংস্থার সাংগঠনিক উন্নতি বিধানের জন্য বর্তমান সংবিধান পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে প্রস্তাব রাখা হয় এবং তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা / সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য একটি বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত করার লক্ষ্যেও প্রস্তাব রাখা হয়।

সভাপতি, সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নির্ধারণ ও সাংগঠনিক উন্নতির প্রস্তাব সহ সমস্ত বিষয়ের উপর আলোচনার জন্য উপস্থিত সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন সহ উপস্থাপিত বিষয় সমূহের প্রতি সহমত পোষণ করে বক্তব্য রাখেন — শ্রী জ্যোতির্ময় গুহ। তিনি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন পালন করার আহবান জানান। শ্রী বুদ্ধদেব ঠাকুর সম্পাদকীয় প্রতিবেদনকে সমর্থন করে বলেন প্রবীণব্যক্তিগন আইন বিষয়ক নানা জটিলতায় ভোগেন। এ বিষয়ে তাদের সচেতন করার লক্ষ্যে আইন বিষয়ক সেমিনার করার প্রস্তাব করেন। শ্রী বিভু মুখোপাধ্যায় সম্পাদকীয় প্রতিবেদন সহ উপস্থাপিত সমস্ত বিষয়ের প্রতি সমর্থন করে কাজী নজরুল ইসলাম এবং সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মদিন পালন করার প্রস্তাব করেন।

ডাঃ গৌরীপদ দত্ত বলেন আপনাদের ভালবাসাতে আমি আপ্লুত, কিন্তু শারীরিক অক্ষমতাতে লজ্জিত। সংস্থা ১০ বছরের মত সময় দক্ষতার সাথে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন পরিবার থেকে আরম্ভ করে গোটা সমাজে অবক্ষয় চলছে। সারা বিশ্বের সামাজিক ও মানবিক অবক্ষয়ের কথা উল্লেখ করেন। একটা মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে সাহায্য করতে চাইলে আগে চিন্ত করি আমি কি পাইতে পারি। বেথুনের কথা উল্লেখ করে বলেন এটা এমন একটা প্রতিষ্ঠান যা সমাজের বয়স্কদের সাহায্যে এগিয়ে কাজ করে। কিন্তু কাজের লোক পাওয়া মুস্কিল। তিনি বৃদ্ধাশ্রমের সুবিধা

অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন বৃদ্ধদের স্বেচ্ছামৃত্যুর অধিকার দেওয়া উচিৎ। তারপর বিদায়ী সম্পাদক উপস্থিত সদস্যদের প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি বলেন ১৮বছর বয়স হলেও আমাদের সংস্থার সদস্য হতে পারে আমাদের চেষ্টা করতে হবে — প্রবীণদের বুদ্ধি ও নবীনদের সাহায্য নিয়ে এগিয়ে চলার। আপনারা প্রবীণদের হিতার্থে যে কোন প্রস্তাব নিয়ে আসলে আমরা তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করব। আপনাদের সকল প্রস্তাব সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার জন্য আমরা আমাদের পরিচালন কমিটির সভায় আলোচনা করব। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন সহ উত্থাপিত সকল প্রস্তাব সমূহ উপস্থিত সদস্যদের দ্বারা অনুমোদিত হয়। তার পর আগামী বছরের জন্য ৪৭ জন সদস্যকে নিয়ে পরিচালন কমিটি গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন। ৪৬জনের নাম প্রস্তাব করেন। বাকী এক জনের নাম পরে আলোচনা করে যুক্ত করা হবে। ৪৬ জন হলেন —

নাম	পদ
১। শ্রী পেলব মুখার্জী	সভাপতি
২। শ্রী অম্বর রায় চৌধুরী	সহ-সভাপতি
৩। শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য	সহ-সভাপতি
৪। ডা ঃ প্রাণ শঙ্কর সাহা	সহ-সভাপতি
৫। ডা ঃ জ্ঞানব্রত শীল	সহ-সভাপতি
৬। শ্রী পরিমল ভট্টাচার্য	সহ-সভাপতি
৭। শ্রী সনৎ লাহিড়ী	সহ-সভাপতি
৮। শ্রী ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ রায়	সহ-সভাপতি
৯। শ্রী মিহির বরণ রায়	সহ-সভাপতি
১০। ডাঃ সংঘমিত্রা দাশগুপ্ত	সহ-সভাপতি
১১। ডাঃ এম. কে মাহেশ্বরী	সহ-সভাপতি
১২। শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী	সহ-সভাপতি
১৩। ডঃ নমিতা বাগচী	সহ-সভাপতি
১৪। শ্রীমতী সুনীতি বোস	সহ-সভাপতি
১৫। শ্রীমতি রাধা দত্ত	সহ-সভাপতি
১৬। শ্রী দীপেশ মিত্র	সম্পাদক
১৭। শ্রী স্নেহাংশু চাকদার	সহ-সম্পাদক
১৮। শ্রী সুরেশ কুমার দীক্ষিত	সহ-সম্পাদক
১৯। ডাঃ বীরেন মজুমদার	সহ-সম্পাদক
২০। শ্রী দেবব্রত নাগ	সহ-সম্পাদক
২১। শ্রীমতি উমা সাহা	সহ-সম্পাদক
২২। শ্রীমতি অদিতি নন্দী	সহ-সম্পাদক
২৩। শ্রী নারায়ণ ঘোষ	কোষাধ্যক্ষ
২৪। শ্রী নীরেন ঘোষ	সদস্য
২৫। শ্রীমতি বকুল ব্যানার্জী	সদস্য
২৬। শ্রী নিত্যানন্দ পাল	সদস্য
২৭। শ্রী মনোজ কান্তি রায় চৌধুরী	সদস্য
২৮। শ্রী গৌতম চ্যাটার্জী	সদস্য
২৯। শ্রী সুনীল চন্দ্র দে	সদস্য
৩০। শ্রী রমা প্রসন্ন দত্ত	সদস্য
৩১। শ্রী অশোক রঞ্জন ধর	সদস্য
৩২। শ্রী পার্থপ্রতীম চ্যাটার্জী	সদস্য
৩৩। শ্রী বাদল বিশ্বাস	সদস্য
৩৪। শ্রী দেবব্রত দত্ত	সদস্য
৩৫। শ্রী মনোরঞ্জন তালুকদার	সদস্য
৩৬। শ্রী শশীকান্ত মোদক	সদস্য
৩৭। শ্রী অরুনেন্দু ঘোষ	সদস্য
৩৮। শ্রী জয়দেব সামন্ত	সদস্য
৩৯। শ্রী অনুপ রায়	সদস্য
৪০। শ্রী প্রসেনজিৎ দে	সদস্য
৪১। শ্রী রঘুনাথ রায়	সদস্য
৪২। শ্রী প্রণব কুমার সরকার	সদস্য
৪৩। শ্রী নারায়ণ দাস	সদস্য
৪৪। শ্রীমতি রিঙ্কু চৌধুরী	সদস্য
৪৫। শ্রী ঋষিকেষ দাস	সদস্য
৪৬। শ্রী বিজয় রায়	সদস্য

তারপর সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বেচ্ছামৃত্যু নিয়ে বৃদ্ধের প্রলাপ

গৌরীপদ দত্ত

পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার কাউন্সিল ভবনে একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত আছে - শ্লোকটি

ন সৌ সভা যত্র ন সন্তিঃ বৃদ্ধ,
ন সৌ স বৃদ্ধ যোন বদন্তি ধর্ম;
ন সৌ ধর্ম যো ন বদন্তি সত্যম
ন সৌ সত্যম যো ছলেনা ভ্যুপেতম্,''

শ্লোকটিতে সভা অর্থাৎ সমাজে বৃদ্ধদের মূল্যায়ন এবং মর্যাদা ঘোষিত হয়েছে। বৃদ্ধদের নিকট পরবর্তি প্রজন্ম ধর্মে দীক্ষিত হবেন। যে ধর্ম সত্যাশ্রিত, যা মানব সমাজকে ধারণ করে

এবং মনুষ্য প্রজাতি যা ধারণ করে নিজ নিজ ক্ষেত্রে তার জীবনকে সার্থক করবে। একটি সতর্ক বানী ও ঘোষিত আছে সত্যের স্বরূপ ব্যাখ্যায়। ছলনা উদ্ভূত সত্য কখনো সত্য হতে পারে না। বহু আপ্তবাক্যের মতই এই উদ্বৃত্ত বাণীটিও বিধায়কদের মননে মান্যতা পায় কি না সে সন্দেহও স্বাভাবিক।

আমাদের মত অতি বৃদ্ধদের বাল্যকালে পরিবারে, যা প্রায়শই একান্নবর্তি ছিল, এবং সমাজেও বৃদ্ধদের বিশেষভাবে আদৃত হতে দেখেছি। বর্তমানে সংকীর্ণ (নিউক্লিয়ার) পরিবারে বৃদ্ধরা বোঝা হয়েই পড়েছে। মানুষের আয়ুবৃদ্ধি তাকে স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দের পরিবর্তে অতৃপ্তি ও অশান্তির শিকার হতে হয়েছে।

সকলেই জানে সংসার দুঃখময়, আর শরীর ব্যাধি মন্দির, এই বিড়ম্বনা বার্দ্ধকে বাড়ে। বৃদ্ধ এবং স্বেচ্ছা অবসৃত চিকিৎসক হিসাবে দেখছি রোগী চিকিৎসক সম্পর্ক মানবতা বিহীন হয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের এবং উন্নত প্রযুক্তির দোহাই দিয়ে রোগীকে ব্যক্তির বদলে সংখ্যায় পরিণত করেছে। স্বাভাবিক নিয়মেই বার্দ্ধক্যে ব্যাধি বাড়ে এবং তা নানা ভাবেই জটিল হয়। তাই রোগের চাইতে চিকিৎসাই বেশি মারাত্মক হয়ে পড়ে। প্রাচীনকালে বৃদ্ধাদের মহাপ্রস্থানে গমন। আরো পরে অন্তর্জলীতে মৃত্যুবরণ এখন আর সম্ভব নয়। অসহায় বৃদ্ধরা বৃদ্ধাশ্রমে শান্তি পায় না।

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে''

একথা আজ কজন বৃদ্ধ বলতে পারেন। বিদেশে কিছু রাজ্যের মতই ভারতবর্ষেও ইচ্ছা মৃত্যুকে আইন ও সমাজ সিদ্ধ করার দাবী উঠেছে। ইংরাজী কথাটা 'ইউথেনোসিয়া' স্বার্থান্ধ সমাজে এর অপব্যবহারের সম্ভাবনা সত্ত্বেও এই স্বেচ্ছামৃত্যুকে আইন সিদ্ধ করার অভিমত রাখছি, চিকিৎসকদের কাছে। অবধারিতও মৃত্যু জেনেও চিকিৎসার নামে যন্ত্রণা না বাড়িয়ে তাকে দেহান্তরিত করায় সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছি, বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

আমাদের সংস্থা এ বিষয়ে উদ্যোগী হলে ভাল হয়।

সম্পাদকীয়

গত ৩০ শে জুলাই আমাদের সংস্থার ৯ম বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন সদস্যদের বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে শেষ হয়েছে।

৯ বৎসর পার করে বেথুন ইন্সটিটিউট ১০ বৎসরে পদার্পণ করল। আমরা লক্ষ্যে অবিচল থেকে বেথুনের আদর্শ রূপায়িত করার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করেছি তা ভুলবার নয়, দেশের বৃদ্ধদের স্বাস্থ্য, আমোদ-প্রমোদ,বার্ধ্যকের অবসাদ ও নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য সবাই মিলে যে উদ্যোগ নিয়ে কাজ করেছি তাকে রক্ষা করে এগিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, আমাদের সাপ্তাহিক ক্লিনিক, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা, রোগ-নির্নায়ক পরীক্ষা চলছেই কিন্তু তার সাথে সাথে আমাদের সমস্যাও কম নয়। বেথুন ইন্সটিটিউট এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক চিন্তা ভাবনা করে ১১ বছর এর জন্য আমাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত জায়গায় আমরা তাদের থাকতে দিয়েছিলাম কিন্তু তারা কথা রাখেনি। তারা বেথুন ক্লিনিক খোলেনি, ফিজিওথেরাপি ক্লিনিকের জায়গা দখল করেছে। যার ফলে আমরা খুবই অসুবিধার মধ্যে আছি, সুবিমেডিকেয়ার মামলা করেছে, বসার জায়গার অভাব। ফিজিও থেরাপি করার জন্য "HELP AGE" এর প্রস্তাব কার্য্যকরী করা যায়নি। আমাদের ভাবতে হবে যাতে ফিজিও থেরাপি সেন্টার ও সাপ্তাহিক ক্লিনিক স্থায়ীভাবে করতে পারি।

বর্তমানে আমরা জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক স্তরে একটি অস্থির সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি। এই সমস্ত ঘটনা প্রবাহ আমাদের বিবেককে প্রতিনিয়ত দংশন করছে। এই প্রতিকূল অবস্থায় আমাদের এই সীমিত সামর্থ যুক্ত সংস্থা কতটা কাজ করতে পারবে জানিনা। তবে আমরা থেমে থাকবোনা নিশ্চয়। এই কাজে এগিয়ে যেতে নবীন ও প্রবীণ বন্ধু আমাদের সবাইকে সাথে চাই।

নতুন পরিচালক মন্ডলী সংস্থার আদর্শকে সামনে রেখে সৌহার্দও সৌভাতৃত্বের মাধ্যমে প্রবীণদের কল্যানার্থে কাজ করে যাবেন অবশ্যই।

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 033 - 2414 7777 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.